NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ বাধ্য হয়ে মমতা ব্যানার্জিকে জয় শ্রীরাম বলতে হচ্ছে: অর্জুন সিং

বকেয়া ডিএ মেটাতে প্রক্রিয়া শুরু, মার্চেই প্রথম কিস্তি দেওয়ার প্রস্তুতি ২

কলকাতা ২৮ মার্চ ২০২৬ ১৩ চৈত্র ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ২৮৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 28.03.2026, Vol.19, Issue No. 285, 8 Pages, Price 3.00

অযোধ্যায় রামলালার সূর্যতিলক, দেশবাসীর মঙ্গল কামনা মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ: ঘড়ির কাঁটায় তখন ঠিক দুপুর ১২টা। 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে কেঁপে উঠল সরযূ তট। ঠিক সেই মাহেন্দ্রক্ষণেই ঘটল বিস্ময়কর ঘটনা। নবনির্মিত মন্দিরের গর্ভগৃহে রামলালার কপালে এসে পড়ল সূর্যের প্রখর রশ্মি। দপ করে জ্বলে উঠল চন্দনের তিলক। চার মিনিট ধরে চলল সূর্যদেবতার এই বিশেষ অভিষেক। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। নিজ ব্যস্ততার মাঝেও টিভি স্ক্রিনে এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখেন তিনি। অসম্ভব আবেগঘন মুহূর্ত। প্রধানমন্ত্রী হাত জোড় করে রামলালার কাছে দেশবাসীর মঙ্গল প্রার্থনা করেন। অযোধ্যা পৌঁছতে না পারা কোটি কোটি ভক্তও এলএইডি স্ক্রিনের মাধ্যমে এই অলৌকিক দৃশ্যের সাক্ষী হন।

অযোধ্যার এই অনুষ্ঠান কেবল আধ্যাত্মিক নয়। বিজ্ঞানের চরম নিদর্শন। রুরকির সিবিআরআই এবং বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের বিজ্ঞানীরা এই অসাধ্য সাধন করেছেন। আয়না এবং লেন্সের সমন্বয়ে তৈরি একটি অপ্টো-মেকানিক্যাল সিস্টেমের মাধ্যমে সূর্যের আলোকে তিন তলা থেকে নামিয়ে আনা হয় গর্ভগৃহে। ৫.৮ সেন্টিমিটার ব্যাসের সেই আলোকবিন্দু যখন রামলালার কপালে স্থির হল, মনে হচ্ছিল স্বয়ং সূর্যদেব তাঁর উত্তরপুরুষকে আশীর্বাদ করছেন।

উৎসবের মেজাজে ভোর ৫টা থেকেই খুলে দেওয়া হয়েছিল মন্দিরের দরজা। সরযূ নদীতে পুণ্যস্নান সেরে ভক্তরা লাইন দেন মন্দিরে। প্রশাসনের হিসেব অনুযায়ী, দশ লক্ষেরও বেশি মানুষের ভিড় জমেছে আজ। ব্রহ্মমুহূর্তে পঞ্চগব্য ও সুগন্ধি জলে অভিষেকের পর বেলা ১১টায় সাজানো হয় রামলালাকে। দুপুর ১২টায় সূর্য তিলকের সঙ্গে সঙ্গে নিবেদন করা হয় ৫৬ প্রকারের ভোগ।

গণতন্ত্র ভ্যানিশ, কটাক্ষ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্বনির্ধারিত সূচি মেনে শেষ পর্যন্ত শুক্রবার বিমানে চেপেই অন্তাল গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উড়ানে চাপার আগে কেন্দ্রীয় সরকারকে বার্তা দিলেন, রাজ্যে যে রান্নার গ্যাস উৎপাদিত হয়, তা বাইরে পাঠানো চলবে না। তাঁর আশঙ্কা, ভোটের আবহে জেলাশাসক, পুলিশ অফিসারদের বদলি করে রাজ্যে উৎপাদিত গ্যাস বাইরে পাঠানো হতে পারে। পাশাপাশি মমতা হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, পশ্চিমবঙ্গে ভোটের কাজে ভিনরাজ্য থেকে সরকারি কর্মী, জওয়ানেরা আসবেন। তাঁদের রান্নার জন্য এ রাজ্যের মানুষের গ্যাসের জোগান নিয়ে সমস্যা হলে চলবে না। অতিরিক্ত ভোটার তালিকা নিয়েও কেন্দ্রীয় সরকারকে একহাত নিয়েছেন মমতা।

এসআইআরের সাপ্লিমেন্টারি তালিকা নিয়ে নানামহলে ক্ষোভের সুর। এখনও অনিশ্চিত বহু ভোটারের ভাগ্য। ভোটের মুখে তা নিয়ে ভোটারদের মধ্যে ক্রমশ বাড়ছে উত্তেজনা। তারই মাঝে দমদম বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনকে একযোগে বিঁধলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, রামনবমীর দিন বলে গেলাম।'

মমতা বলেন, 'সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল তালিকা বের করতে। আমরা এখনও প্রথম সাপ্লিমেন্টারি তালিকা হাতে পাইনি। পাবলিক ডোমেনেও আসেনি। গণতন্ত্রের হত্যা। এর থেকে বেশি কিছু আর হতে পারে না। দুর্ভাগ্যজনক। আমি শুনেছি দেখে দেখে নাম বাদ গিয়েছে। সুতির একটা ব্লকে, বসিরহাটের একটি বুথে বাদ দেওয়া হয়েছে। এসব কে করেছে? কারা করেছে? মানুষ একদিন না একদিন তো জবাব চাইবেই। বুকের পাটা থাকলে মানুষকে জানতে দিন কার নাম আছে, কার নাম নেই। জেলায় জেলায় ট্রাইব্যুনাল করুন। আমরা দরকারে আইনি সুবিধা দেব।' কমিশনকে 'সুপার হিটলার' কটাক্ষ করেন মমতা। তিনি আরও বলেন,

'বিজেপির ভ্যানিশের ওয়াশিং মেশিন। এরা গণতন্ত্রকে ভ্যানিশ করে দিয়েছে। মানুষের অধিকার ভ্যানিশ করে দিয়েছে। ওদের দেখলে আমার ঘৃণা হয়। লজ্জা হয়। বাংলার প্রত্যেক মানুষ জবাব দেবে। মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে ভোট করবে? আর সব কিছু মানুষ সহ্য করবে? ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, রামনবমীর দিন বলে গেলাম।'

সূত্রের খবর ছিল, শুক্রবার সড়কপথে তিনি দুর্গাপুরের উদ্দেশে রওনা দিতে পারেন। কিন্তু শেষে পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুসারে বিমানে চেপেই কলকাতা থেকে অন্তালের উদ্দেশে রওনা দেন মমতা। তার আগে তিনি বিমানবন্দর চত্বরে দাঁড়িয়ে একের পর এক বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে আঙুল তোলেন। এলপিজি নিয়ে দেশে যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে একহাত নেন নরেন্দ্র মোদী সরকারকে। তাঁর আশঙ্কা, ভোটের আগে রাজ্যের পুলিশ এবং প্রশাসনিক স্তরে রদবদল করে রাজ্যে উৎপাদিত গ্যাস বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হতে পারে। তাঁর কথায়, 'রাজ্যে পেট্রল রয়েছে। গ্যাসও আছে। ডিএম, পুলিশ অফিসারদের বদলে দিয়ে বাংলার হলদিয়ায় উৎপাদিত গ্যাস বাইরে পাঠানো হোক, তা চাই না।' এখানেই থামেননি তিনি। মমতা আরও বলেন, '১০ লক্ষ লোক বাইরে থেকে নির্বাচনের সময়ে ডিউটি করতে আসবেন। তাঁদের গ্যাস দিতে গিয়ে বাংলার লোকের যাতে গ্যাসের সমস্যা না হয়।' রাজ্যে কেরোসিনের জোগান বাড়ানো হয়েছে বলে জানান মমতা। তিনি বলেন, 'কেরোসিন আমরা বাড়িয়েছি কিছুটা। লোকজন কেরোসিন রেশনের মাধ্যমে পাবেন। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ এখন গ্যাসে রান্না করেন।'

কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রল-ডিজেলের অন্তঃশুল্ক হ্রাস করেছে। তা নিয়েও মমতা কটাক্ষ করেছেন। তিনি বলেন, 'আগে তো কমুক। বাড়িয়েছে কত? শাড়ির দোকানের মতো। এটা অনেকটা ১,০০০ টাকা দাম বাড়িয়ে শাড়িতে ৪০০ টাকা ছাড় দেওয়ার মতো। শুল্ক কমানো মানে কত দাম কমবে? শুল্ক কত শতাংশ? আমি চাই, লোকে পাক। লোকের অসুবিধা যাতে না হয়।'

শাহের সফরে আজ চার্জশিট

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচনের মুখে রাজ্য রাজনীতিতে চাপ বাড়াতে কলকাতায় এসে বড়সড় বার্তা দিতে চলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিজেপি সূত্রে খবর, তাঁর উপস্থিতিতেই তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে আজ এক বিস্তৃত অভিযোগপত্র প্রকাশ করা হবে, যেখানে দুর্নীতি, প্রশাসনিক শৈথিল্য এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তোলা হবে।

দলীয় মহলের মতে, এই পদক্ষেপ নিছক রাজনৈতিক সমালোচনা নয়, বরং ভোটের আগে জনমত গঠনের একটি অঙ্গ। দলের এক শীর্ষ নেতা বলেন, 'এই নথি আসলে রাজ্যের বাস্তব চিত্র তুলে ধরবে, মানুষকে সত্যিটা জানাতেই আমাদের এই উদ্যোগ।'

শুল্ক-হ্রাস পেট্রোল-ডিজেলে

লিটারে ১০ টাকা

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ: পেট্রোল ও ডিজেলের উপর লিটার প্রতি ১০ টাকা করে অন্তঃশুল্ক কমানোর সিদ্ধান্ত নিল নরেন্দ্র মোদী সরকার। এই সিদ্ধান্তের পর পেট্রলের উপর চাপানো শুল্ক ১৩ টাকা থেকে কমে দাঁড়াল ৩ টাকা। আর ডিজেলের ক্ষেত্রে শূন্যে নেমে এল। পাশাপাশি, প্রতি ১৫ দিন অন্তর দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম পর্যালোচনা করা হবে। জ্বালানিতে অন্তঃশুল্ক কমানোর পরে জানিয়ে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। প্রশ্ন উঠছে, ১৫ দিন পরে কি আবার বাড়তে পারে এই শুল্ক। যদিও এই শুল্ক কমানোর ফলে সাধারণ মানুষের খুব একটা লাভ হবে না।

পেট্রোল, ডিজেলের মতো জ্বালানি তেলে অন্তঃশুল্ক কেন কমাল নরেন্দ্র মোদী সরকার, তার ব্যাখ্যা দেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী। পাশাপাশি এ-ও জানিয়েছেন, লকডাউন সম্পর্কিত সব খবরই ভুয়ো। এমন কোনও সম্ভাবনা নেই। বর্তমানে লকডাউন নিয়ে নানা জল্পনা ছড়িয়েছে। মানুষও বিভ্রান্ত।

শুক্রবার হরদীপ জানান, বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারের কাছে মাত্র দু'টি পথ খোলা ছিল। সব দিক বিবেচনা করে দেশবাসীকে পেট্রোল, ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি থেকে রক্ষা করতেই সরকার অন্তঃশুল্কের পরিমাণ কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে এতে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হবে, তা-ও বুঝিয়ে দিয়েছেন হরদীপ।

পেট্রোল, ডিজেলের উপর অন্তঃশুল্ক কমানো নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক। তার পরেই এক্স পোস্টে সরকারের এই পদক্ষেপের ব্যাখ্যা দেন হরদীপ। লেখেন, 'গত এক মাসে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম আকাশছোঁয়া। ব্যারেল প্রতি ৭০ ডলার থেকে বেড়ে প্রায় ১২২ ডলার হয়েছে। ফলস্বরূপ, বিশ্ব জুড়ে ভোক্তাদের পেট্রোল, ডিজেল কিনতে বেশি টাকা দিতে হচ্ছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ৩০-৫০ শতাংশ, উত্তর আমেরিকার দেশগুলিতে ৩০ শতাংশ, ইউরোপে ২০ শতাংশ এবং আফ্রিকার দেশগুলিতে ৫০ শতাংশ দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।'

নির্মলার পোস্ট

■ পেট্রোল-ডিজেলের উপর অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক কমিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের উপকৃত হতে চলেছেন সাধারণ মানুষ। এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে এমনই জানালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। তাঁর দাবি, সরকারের সিদ্ধান্তে পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির থেকে রক্ষা পাবেন ভোক্তারা। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষের উপর যাতে কোনও বোঝা না বাড়ে, তা নিশ্চিত করতেই প্রধানমন্ত্রী আবগারি শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নির্মলা সীতারমণ এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'পশ্চিম এশিয়ার সংকটের কথা মাথায় রেখে দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের উপর প্রতি লিটারে ১০ টাকা করে অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক কমানো হয়েছে। এই পদক্ষেপ মূল্যবৃদ্ধির হাত থেকে রক্ষা করবে ভোক্তাদের।' তিনি আরও লেখেন, 'ডিজেল রপ্তানির উপর প্রতি লিটারে ২১.৫ টাকা শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। এটিএফ অর্থাৎ এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল-এর উপর প্রতি লিটারে ২৯.৫ টাকা শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।'

বাসন্তীতে গ্রেপ্তার ৯, সাসপেন্ড আইসি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের আগেই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে। বিজেপি প্রার্থী বিকাশ সর্দারের প্রচার চলাকালীন তৃণমূল দুষ্কৃতীরা হামলা চলে বলে অভিযোগ। ওই ঘটনার পর থেকেই পুলিশ-প্রশাসন কড়া ভূমিকা নিয়েছে। এলাকায় টহলদারি চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। বৃহস্পতিবারের ওই ঘটনার শুক্রবার বেলা পর্যন্ত মোট ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিন ধৃতদের আলিপুর আদালতে তোলা হয়। ধৃতদের পুলিশ হেপাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে খবর।

এদিকে বাসন্তীর ঘটনায় কড়া বার্তা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। কেন, কীভাবে ওই ঘটনা ঘটল? পুলিশ-প্রশাসন কী করছিল? সেই প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বিষয়টির খোঁজখবর করা হচ্ছে। এই ঘটনার পর থেকে পুলিশ-প্রশাসন এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছে। মোতায়েন রয়েছে বাহিনী। ঘটনার পর থেকেই বাসন্তীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়েছে প্রশাসন। ৯জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশকে মারধর-খুনের চেষ্টা, এলাকায় হিংসা ছড়ানো, প্রচারে বাধা দেওয়া, সম্পত্তি নষ্ট করার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সবকটি অভিযোগই জামিনঅযোগ্য ধারায় বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় চাপা আতঙ্ক রয়েছে।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার বিজেপির প্রচারকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় বাসন্তীতে। অভিযোগ, বিজেপি প্রার্থী বিকাশ সর্দারের প্রচার চলাকালীন সেখানে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা করে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে প্রচারে বাধা দিলে অশান্তি চরমে ওঠে। এরপরই নতুন করে আক্রমণ-পালটা আক্রমণে জড়িয়ে পড়েন তৃণমূল ও বিজেপির কর্মীরা। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে গিয়ে জখম হন ৮ পুলিশকর্মী। যদিও এর সঙ্গে তাঁদের যোগ নেই বলেই দাবি তৃণমূলের।

ভোটের প্রশিক্ষণে 'মমতার প্রচার', প্রতিবাদী পিটিয়ে অভিযুক্ত বিডিও

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা নির্বাচনের প্রশিক্ষণ চলাকালীন রাজ্য সরকারের প্রচারমূলক ভিডিয়ো দেখানোর অভিযোগে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হল নদিয়ার রানাঘাট-১ ব্লকের একটি স্কুলে। ভোটকর্মীর দায়িত্ব পাওয়া শিক্ষককে মারধরের অভিযোগ বিডিও এবং সরকারি কর্মীদের বিরুদ্ধে। তাঁর কপাল ফেটে রক্ত বার হতে দেখা যায়। তবে বিডিও মারধরের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। অভিযোগকারী শিক্ষককে 'মানসিক রোগী' বলে কটাক্ষ করেছেন তিনি। স্বাভাবিক ভাবে এ নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতর চলছে।

প্রহৃত শিক্ষকের নাম সৈকত চট্টোপাধ্যায়। শুক্রবার নদিয়ার রানাঘাট দেবনাথ ইনস্টিটিউট ফর বয়েজ স্কুলে ভোটের প্রশিক্ষণ চলছিল তাঁদের। শিক্ষক তথা ওই

ভোটকর্মীর অভিযোগ, নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের প্রতিবাদ করায় তাঁকে একটি ঘরে আটকে মারধর করেন বিডিও অফিসের কর্মীরা। তাতে নেতৃত্ব দিয়েছেন বিডিও। এমনকি, বাইরে বেরোলে তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলা হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন সৈকত।

ওই শিক্ষক এবং তাঁর কয়েক জন সহকর্মীর দাবি, প্রশিক্ষণের শুরুতে প্রোজেক্টরের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ এবং দিঘায় জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ সংক্রান্ত একটি ভিডিয়ো দেখানো হচ্ছিল ভোটকর্মীদের। কিন্তু এতে আচরণবিধি লঙ্ঘন হয়েছে বলে অভিযোগ করেন সৈকত। তিনি আরও জানান, হামলাকারীরা প্রকৃতই সরকারি কর্মী কি না, সে নিয়ে তাঁর সন্দেহ রয়েছে। তিনি পরিচয়পত্র দেখতে চেয়েছিলেন। কেউ তা দেখাননি এবং উল্টে তাঁকে আক্রমণ করেন বলে অভিযোগ।

প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত সৈকতের কয়েক জন সহকর্মী এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। গন্ডগোলের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। জখম শিক্ষক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তিনি নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

রেকর্ড পতন টাকার

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের ধাক্কায় সর্বকালের রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলল ডলার পিছু টাকার দাম। শুক্রবার এক মার্কিন ডলারের দাম দাঁড়িয়েছে ৯৪.৬৬ টাকা। আর এর ধাক্কায় বাজার থেকে উড়ে গেল ৭ লক্ষ কোটি টাকা। শুক্রবার সকাল ১০টা ২০ মিনিটে জানা যায়, বাজারের মূলধন রাতারাতি একলাফে এতটাই কমে গিয়েছে।

গত ৪ মার্চ প্রথমবার মধ্যপ্রাচ্যে

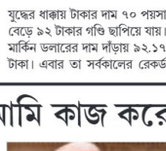

যুদ্ধের ধাক্কায় টাকার দাম ৭০ পয়সা বেড়ে ৯২ টাকার গণ্ডি ছাপিয়ে যায়। মার্কিন ডলারের দাম দাঁড়ায় ৯২.১৭ টাকা। এবার তা সর্বকালের রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলল। যুদ্ধ যদি অব্যাহত থাকে এবং অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে, তবে টাকার আরও পতন হতে পারে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

গত কয়েক মাসে নানাবিধ কারণেই ক্রমেই নিম্নমুখী হয়েছে টাকা। এর পিছনে এক প্রধান কারণ ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তন। মার্কিন শেয়ার বাজার চাঙ্গা হতে শুরু করেছে। আর তারই প্রভাবে টাকার দাম পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু যুদ্ধের বাজারে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। ক্রমে তা তৈরি করল নয়া নজির।

মোদীর বৈঠক

■ **দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নির্বাচনের মুখে থাকা রাজ্যগুলি ছাড়া দেশের অন্যান্য সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করছেন। মূলত, পশ্চিম এশিয়ায় চলা যুদ্ধের পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রাজ্যের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা খতিয়ে দেখতেই এই বৈঠক। সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, এই বৈঠকে 'টিম ইন্ডিয়া'-র ভাবনায় রাজ্যগুলির মধ্যে সমন্বয় ও যৌথ উদ্যোগ নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর এই ধরনের বৈঠক এই প্রথম। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের যৌথভাবে ইরানের ওপর হামলা চালানোর পর থেকেই এই সংঘাতের সূচনা হয়।**

মন্ত্রীদের অপসারণ বিল

পর্যালোচনায় আরও সময় চাইল জেপিসি

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ: প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য মন্ত্রীদের অপসারণ সংক্রান্ত বিল পর্যালোচনা করে রিপোর্ট দিতে আরও কিছু দিন সময় লাগবে। শুক্রবার সংসদের কাছে জানাল যৌথ কমিটি (জেপিসি)। তাদের সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে লোকসভা। আগামী বাদল অধিবেশনের শেষ সপ্তাহের প্রথম দিন পর্যন্ত রিপোর্ট জমা করার সময় দেওয়া হয়েছে যৌথ সংসদীয় কমিটিকে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সংসদে ওই বিলগুলি পেশ করার পরই জানিয়েছিল, পর্যালোচনার জন্য পাঠানো হবে যৌথ কমিটির কাছে। সেই মতো বিজেপি সাংসদ অপরাজিতা ষড়ঙ্গীর নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হয়। তবে বিল নিয়ে প্রথম থেকেই আপত্তি তোলেন বিরোধীরা। সংবিধানের ১৩০তম সংশোধনী বিল লোকসভায় পেশের সময়েই বিরোধিতা করা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তৃণমূলের তরফে। কার্যক্ষেত্রে ৩১ সাংসদকে নিয়ে গঠিত জেপিসিতে প্রস্তাব পাশ করানোর গরিষ্ঠতা রয়েছে সরকারপক্ষের। বিরোধিতা করতে গিয়ে সেই বিষয়টি সামনে এনেছিল তৃণমূল।

বিরোধীদের অভিযোগ ছিল, ওয়াকফ বিল সংক্রান্ত জেপিসির মতোই এ ক্ষেত্রেও রাজ্যসভা ও লোকসভা মিলিয়ে যে যৌথ কমিটি

হবে, তাতে বিজেপির কাউকেই চেয়ারম্যান করা হবে। তাতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট এনডিএ-র সাংসদদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে। ফলে বিরোধীরা যতই প্রতিবাদ করুক, যৌথ কমিটি বিলের পক্ষেই সুপারিশ করবে। বিরোধীদের আপত্তি 'ডিসেন্ট নোট'-এই আটকে থাকবে। বিরোধীরা যে অভিযোগ তুলেছিলেন, তার প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল অপরাজিতাকে কমিটির মাথায় বসানোয়।

উল্লেখ্য, গত বছর অগস্টে সংসদের বাদল অধিবেশনের শেষ পর্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার একটি সংবিধান সংশোধনী বিল-সহ তিনটি বিল পেশ করেছিল। প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্র বা রাজ্যের মন্ত্রীরা যদি পাঁচ বছরের বেশি কারাদণ্ড হতে পারে এমন অপরাধে গ্রেপ্তার হয়ে টানা ৩০ দিন আটক থাকেন, তা হলে তাঁদের পদ চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে ওই বিলগুলিতে।

'মোদী আর আমি কাজ করে দেখাই, সকলে তা পারে না'

ওয়াশিংটন, ২৭ মার্চ: মঙ্গলবারই দু'জনের ফোনে কথা হয়েছিল। তিন দিনের মাথায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার ভারতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস সমাজমাধ্যমে ট্রাম্পের এই প্রশংসাবার্তা প্রকাশ করেছে। প্রেসিডেন্টের বয়ানে তাতে লেখা হয়েছে, 'ভারতের সঙ্গে আমাদের অসাধারণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও সুদৃঢ় হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং আমি, আমরা এমন দু'জন মানুষ, যাঁরা কাজ সম্পন্ন করে দেখাই। এটা সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না।' মোদী এবং ট্রাম্পের

একটি ছবির সঙ্গে এই বার্তা প্রকাশ করেছে মার্কিন দূতাবাস।

পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ থামানোর জন্য গত কয়েক দিনে একাধিক দেশ সচেষ্ট হয়েছে। আমেরিকা এবং ইরানকে সমঝোতার আলোচনায় বসাতে আগ্রহী পাকিস্তান, তুরস্ক, মিশরের মতো দেশ। এমনকি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ জানিয়ে দিয়েছেন, ইরান এবং আমেরিকা রাজি থাকলে পাকিস্তানের মাটিতেই তাঁরা আলোচনায় বসতে পারেন। ট্রাম্প নিজে সেই পোস্ট শেয়ার করেছেন। অনেকের মতে, পাকিস্তানে শান্তি-আলোচনায় যোগ দিতে আমেরিকা যে আগ্রহী, ট্রাম্পের এই পদক্ষেপই তার ইঙ্গিত। তবে ট্রাম্পের দেওয়া ১৫ দফা প্রস্তাব ইরান ফিরিয়ে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের মধ্যস্থতা কতটা সফল হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। তার মধ্যেই কূটনৈতিক পদ্ধতিতে দূতাবাসের মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে প্রশংসাবার্তা পাঠালেন ট্রাম্প।